THE HUNGER PROJECT

আলোর বার্তা

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের বরিশাল অঞ্চলের অনলাইন বার্তাপত্র

উপদেষ্টাঃ ড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পাদকঃ মেহের আফরোজ মিতা
সহ-সম্পাদকঃ আল-আমিন শেখ
নির্বাহী সম্পাদকঃ মোজাম্মেল হক
রিপোর্টারঃ সাইফুল ইসলাম, আবু হানিফ, জামাল হোসেন ও জাকির হোসেন
বিশেষ কৃতজ্ঞতাঃ মিশাল বিন সলিম, তাহসীন উদ্দীন ও সোহানুর রহমান

সংখ্যা ২ । ১৪ আগস্ট ২০২০

করোনা সহিষ্ণু আর্দশ গ্রামের প্রতীক বরিশালের দক্ষিণ রাকুদিয়া

বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ উপজেলার দেহেরগতি ইউনিয়নের দক্ষিণ রাকুদিয়া গ্রাম। দু'পাশ দিয়ে প্রবাহমান আড়িয়াল খাঁ নদীর মধ্যখানে গ্রামটির অবস্থান। করোনা ভাইরাস নামের এক অতিমারীর কারনে বিশ্ব যখন স্থবির তখন স্থানীয় জনমানুষের নানা উদ্যোগে গ্রামটি দেখাচ্ছে নতুন আলো। করোনা ভাইরাস মোকাবেলা সহ পরবর্তী জীবনযাত্রা সচল রাখতে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছে গ্রামের প্রতিটি মানুষ। আর এ কাজে যারা মূল চালিকাশক্তি হিসেবে অবদান রাখছেন তারা হলেন গ্রামের এক দল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী, গ্রাম উন্নয়ন দল ও ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যরা। যারা গ্রামটিকে একটি আদর্শ ও সহনশীল গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে দীর্ঘদিন ধরে স্বেচ্ছায় কাজ করে যাচ্ছেন। আর তাদের্ই প্রচেষ্টার ফলে গ্রামটি এখন পর্যন্ত সম্পূর্নভাবে করোনা ভাইরাস মুক্ত গ্রামরূপে পরিচিতি পেয়েছে। 'আলোর বার্তা'র এবারের সংখ্যায় আমরা সেই গ্রামটির গল্পই আপনাদের শোনাবো। জানাবো স্থানীয় উদ্যোগের মাধ্যমে কিভাবে করোনা সহনশীল গ্রামের প্রতীক হয়ে উঠল দক্ষিণ রাকুদিয়া।

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কমিটি গঠন

করোনা ভাইরাসের এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরে গ্রামের সোচ্চার তরুণদের উদ্যোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান শুরু হয়। মার্চ মাসে যখন বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হলে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তিতে গ্রামের গ্রাম উন্নয়ন দল, ইয়ূথ ইউনিট ও গনগবেষনা সমিতির সদস্যরা যৌথ ও পৃথক পৃথক ভাবে সভায় মিলিত হন। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী ছাড়াও গ্রামের বিভিন্ন পেশা-শ্রেণির মানুষ, গন্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, রাজনীতিবিদদের তারা সম্পৃক্ত করে গ্রামে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করে। "সবাই মিলে শপথ করি, করোনা সহনশীল গ্রাম গড়ি", স্লোগানে করোনা প্রতিরোধকে অগ্রাধিকার দিয়ে ও সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমিটি কর্মপরিকল্পনা প্রনয়ণ করে।

তৃণমূলে ছড়িয়ে গেল সচেতনতার বার্তা

গ্রামের স্বেচ্ছাব্রতিরা প্রতিটি মানুষকে সচেতন করার জন্য কার্যক্রমের শুরুতেই তারা শারীরিক ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সচেতনতা মূলক লিফলেট বিতরণ করেন। যেমন: সকলের মাস্ক পরা নিশ্চিত করন, বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে হাত পরিস্কার রাখা। কমপক্ষে ১ মিটার বা ৩ ফুট শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখ, প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাহিরে না যাওয়া, হাছি-কাশিতে শিষ্ঠাচার বজায় রাখা, যেখানে সেখান কফ থুথু না ফেলা প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত প্রায় ১০০০ টি লিফলেট বিতরন করা হয়।

করোনা প্রতিরোধে সুরক্ষা সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ

করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং অন্যকেও সুরক্ষা দেয়ার লক্ষ্যে গ্রামের মানুষ যাতে প্রতিনিয়ত মাস্ক পরে ও নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে হাত ধুয়ে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে জন্য ব্যাপক সচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে স্বেচ্ছাব্রতীরা। গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি রিতা ব্রহ্ম ও ইয়ূথ লিডার আমির হোসেন, মো: রহিমের নেতৃত্বে এ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। করোনা ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হল বেশি বেশি সচেতনতা ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। এ ধরনের সচেতনা মূলক পরামর্শর মধ্য দিয়ে গ্রামের প্রায় ১২০ টি অসচ্ছল পরিবারের মাঝে মাস্ক ও প্রায় ৩০০ টি পরিবারসহ ভ্যান চালক, অটোচলকের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরন করেন। এ ছাড়া ও গুরুত্ব পূর্ন জায়গা, যেমন- বাজার, দোকন, মসজিদের ওজুখানা ও বাড়ীর টিউবয়েলের সাথে সাবান বেধে দেয় যাতে প্রতিটি মানুষ নিয়মিত বারবার সাবান-পানি দিয়ে হাত ধুয়ে জীবানু মুক্ত থাকতে পারে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরপত্তা ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পাঠ

বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে সরকার কৃষি খাতে সবচেয়ে বেশি জোর দিয়ে কৃষি ভর্তুকিসহ কৃষকদের বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করাচ্ছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে খাদ্য অভাব না থাকলে যে কোন সংকট সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব। আর সরকারের ঘোষণা হলো দেশের ১ ইঞ্চি জায়গাও যেন অনাবাদি না থাকে। এ চেতনাবোধের জায়গা থেকেই দ: রাকুদিয়া গ্রাম উন্নয়ন দলের আয়োজনে দু'দিন ব্যাপি দক্ষতা বৃদ্ধি মূলক বাড়ীর আঙ্গিনায় সবুজ শাক-সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষনের আয়োজন করা। সকলেই স্বাস্থ্য বিধি মেনে ও নারীদেরকে প্রধান্য দিয়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা জনাব মো: মজিবুর রহমান এর পরিচালনায় ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে কোন স্থানে কোন ধরনের বীজ রোপন করতে হবে, বীজতলা কীভাবে নির্বাচন

করতে হবে, পানি নিস্কাসনের ব্যবস্থ্য, জৈব সার প্রয়োগের ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণ কারী ২০ জন সদস্য ছাড়াও এর বিস্তার লাভের জন্য মোট ৩৫ জনের মাঝে বিভিন্ন প্রকার বীজ, (যেমন-পুঁইশাক, ঢেড়স, ঝিঙ্গা,করলা ইত্যাদি) বিনা মূল্যে সরবরাহ করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সকল অংশগ্রহণকারী এই অঙ্গীকারাবদ্ধ হন যে তারা তাদের বসত-বাড়ীর একটুকু জমিও অনাবদী রাখবেন না, যাতে তারা প্রজোনীয় পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে, বানিজ্যিক ভিত্তিতে সব্জি উৎপাদন করে পরিবারের আর্থিক সহায়তায় ও অবদান রাখতে পারেন